সমকাল

উপবৃত্তির নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে

ইন্দুরকানী

১২ ঘণ্টা আগে

ইন্দুরকানী (পিরোজপুর) প্রতিনিধি

ইন্দুরকানী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান সিকদার উপবৃত্তি দেওয়ার নামে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দেড় হাজারের বেশি টাকা আদায় করেছেন। টাকা দিয়েও উপবৃত্তি না পেয়ে টাকা ফেরত চাইলে ওই অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানের কেউ টাকা নেয়নি মর্মে জোর করে সাদা কাগজে লিখিত রেখেছেন। সাংবাদিকরা এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে তাদের পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দিলেন তিনি।

জানা যায়, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ডিগ্রি শাখার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এক হাজার থেকে এক হাজার ৬২০ টাকা পর্যন্ত নিয়েছেন অধ্যক্ষ। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের চতর্থ শ্রেণির কর্মচারী শৈলেন্দ্রনাথ ও আবুল বাশারের মাধ্যমে এই টাকা আদায় করেছেন। উপবৃত্তির ফরম পূরণ ও মোবাইলে অ্যাকাউন্ট খুলতে টাকা নেওয়ার বিধান নেই। তবে ওই অধ্যক্ষ কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে দীর্ঘদিন ধরে এভাবে টাকা আদায় করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এভাবে একাদশ শ্রেণি থেকে শুরু করে, ডিগ্রি ও অনার্স শাখার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতি বছর তিনি লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। টাকা দিয়েও উপবৃত্তির টাকা না পেয়ে বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে তাদের টাকা ফেরত চান। এ সময় অধ্যক্ষ তাদের টাকা ফেরত দেবেন বলে জানান। তবে উপবৃত্তি দেওয়ার জন্য ফরম পূরণ ও মোবাইলে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য কোনো টাকা নেওয়া হয়নি মর্মে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লিখিত রাখেন।

শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, উপবৃত্তি দেওয়ার কথা বলে আমার কাছ থেকে পিয়ন আবুল বাশার এক হাজার ১৫০ টাকা নিয়েছেন। এখন টাকা ফেরত চাইলে আমাদের কাছ থেকে টাকা নেননি বলে সাদা কাগজে লিখিত রেখেছেন।

এ বিষয়ে আবুল বাশার বলেন, 'অধ্যক্ষের নির্দেশে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেওয়ার জন্য তাদের কাছ থেকে আমি ও শৈলেন্দ্রনাথ টাকা নিয়েছি।'

তবে অভিযুক্ত অধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান সিকদার বলেন, উপবৃত্তি দেওয়ার কথা বলে আমি কোনো শিক্ষার্থীর কাছ থেকে টাকা নেইনি। তবে আমার অফিসের কেউ নিয়ে থাকলে সে জন্য আমি দায়ী নই। ইউএনও হোসাইন মুহাম্মদ আল-মুজাহিদ জানান, টাকা নেওয়ার অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

© সমকাল 2005 - 2019